মিউট

10/10/2017 **চন্দন বিশ্বাস** 9831502539

"এ্যাই দ্যাখো চাঁদটা ক্যামন দাঁত বার করে হাঁসছে "। অ্যানির ডাকটা খেয়াল করেনি ঋমন। নিউজ চ্যানেলগুলোর ওয়েদার রিপোর্টে ডুবে আছে। বহুবিজ্ঞাপিত "খবর কম বিজ্ঞাপন বেশী দেখানো", নিউজ চ্যানেলের সদ্য অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং গুরুত্বপ্রাপ্ত, দুঁদে এবং খুদে সাংবাদিক জানালেন – "আজ রাত থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিদায় নেবে। নিম্নচাপ পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরে বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছে....." ঋমনের মনটা হাল্কা নেচে উঠল।

"এই শুনছ এদিকে এসো....." কোকিল কন্ঠটা পূবদিকের ব্যালকনি থেকে আসছে। বিজ্ঞাপন বিরতি তে সাউন্ড টা মিউট করেছে ঋমন। ঘর থেকে ব্যালকনি তে ঢোকার দরজার দিকে তাকাতেই আনন্দে এবার ফিজিক্যালিই নেচে উঠল সে। জ্যোৎস্নাটা জাস্ট ফাটাফাটি। এল.ই.ডি লাইট না জালানো ঘর টায় একেবারে খিলখিল করছে।

"জবাব নেই বস – আর একটু আগে ডাকতে পারলে না অ্যানি।" অ্যানি এবং জ্যোৎস্না দু'জনকেই একসাথে জড়িয়ে ধরতে গেল। জ্যোৎস্নাতো দেহগত ভাবেই ধরা-ছোয়ার বাইরে,অ্যানিও "ডোন্ট টাচ" অ্যাটিটিউড দেখিয়ে সড়কে গেল। ব্যার্থ হয়ে চাঁদকে ধরার অ্যামবিশন নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ঋমন। আধখোলা ব্যালকনির গ্রীলে পিঠ ঠেকিয়ে, আধো চিৎ হ'য়ে শুয়ে, জ্যোৎস্নার সাথে কিছুটা মাখামাখি করে আকাশের তারা গুনতে লাগল।

নরম নরম হাওয়া দিচ্ছে এখন। কাল রাত থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আনইন্টারাপ্টেড বৃষ্টি এবং দিকজ্ঞ্যানহীন রকবাজ ঝোড়ো বাতাসটা, সব কোম্পানীর শারদসন্মান পাওয়া পুজো প্যান্ডেলের, বুকে ব্যাজ লাগিয়ে দড়ি ধরে রেল্লা দেওয়া ভলান্টিয়ার ছেলে গুলো যেমন শেষ রাতে প্যান্ডেলেই ঘুমিয়ে পড়ে, তেমনিই রেস্ট নিচ্ছে। ছানা কাটা কাটা সাদা-কালো মেঘগুলো, লাইন দিয়ে ঠাকুর দেখা দর্শনার্থীদের মতই চাঁদটাকে প্রণাম করতে করতে চলে যাচ্ছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ঋমন। স্বর্গ থেকে মর্ত্যের দিকে লুক শিফট করল। নীচের রাস্তায় জমা জলে বৃষ্টি-ভোগান্তির চলচ্চিত্র। হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গোটানো, শাড়ি তুলে ধরে নোংরা জল-দুঃশাসন থেকে বাঁচানো, স্মার্ট ফোনের ফ্ল্যাশ জ্বেলে পায়ের নীচে সাপ-কোপ পড়েছে কিনা দ্যাখা, বাজারের ব্যাগ সামলানোর চেষ্টা এবং লোকাল কাউন্সিলরের উদাসীনতা-ব্যর্থতা নিয়ে ঢেকুর তোলা ও.....। জমা জলে চাঁদের প্রতিবিম্বটা নাচছে। এবার চাঁদকে ভীষন নির্লজ্জ মনে হল ঋমনের।

"যেতে পারি কিন্তু ক্যান যাব" এই অ্যাটিটিউডে, বৃষ্টি পুরো পুজোটাতেই ঘ্যাম দেখাল। ঘেমো গরমটাও নিজের অস্তিত্ব সবাইকে টের পাওয়াতে, এ.সি চালাতে বাধ্য করল। আর ডেঙ্গিঁটা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নিয়ে মহিষাসুরের মত চরিত্র বদলাতেই থাকল। যত দিন যায় ততই আপ-টু-ডেট ভার্সন বের করে বাজারে ছাড়ছে। আফটার অল কম্পিটিশনের মার্কেট। বেশ কয়েক বছর ধ'রেই ম্যালেরিয়াকে লেঙ্গিঁ মেরে বর্ষসেরার মুকুটটা ধরে রেখেছে। পাক্কা প্রফেশনাল। চীনা জিনিসের

COPYRIGHT @CHANDAN BISWAS

মতই ডোর-টু-ডোর পৌছে গ্যাছে। ঋমনের বাড়ির সামনে যে রাস্তার জমা জলে চাঁদটা এখন ঘর-সংসার পেতে বসেছে, তার দুই পাশে গত এক সপ্তাহে তিনজন ডেঙ্গিঁ আক্রান্ত হয়ে মা এবং মাটি দু"জনেরই কোল ফাঁকা করে চলে গ্যাছে।

ভিডিও গেম খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছে মন। পরশু পাঁচে পা দেবে। হোম থেকে সবাই আসবে ওর বার্থডে পার্টীতে। মন কে দু'বছর সাত মাস আগে অ্যাডপ্ট করেছে অ্যানিরা। হোমের সুপার ম্যাম প্রত্যেক মাসে একদিন ওর সঙ্গেঁ কাটিয়ে যায় সারাদিন। ঠিকঠাক কেয়ার হচ্ছে কিনা তার রেকর্ড রাখে।

''কাল কিন্তু শাড়িটা চেঞ্জ করে আনতেই হবে....এরপরে গেলে আর....'' অ্যানি মশারির খুঁটটা স্ট্যান্ডে বাঁধিয়ে বলল।

ঋমন আবার খবরে ডুবেছে। অন্য একটা নিউজ চ্যানেলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা বলছেন – "কাল দুপুর পর্যন্ত কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে দুর্যোগ এরকমই থাকবে। দুপুরের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গেঁর অন্যান্য জেলায়....." ঋমনের ফিজিকাল এবং মেন্টাল দুটো নাচাই আপাতত পোস্টপন করতে হল।

''যেতে তো হবে কিন্তু.....''

''ওসব কিন্তু-টিন্তু বুঝিনা বস....'' কোকিল কণ্ঠটা কাকের গলায় বদলে গ্যাছে ।

''কোলকাতার অনেক রাস্তায় জল জমে গ্যাছে সোনা!'' টি. ভি সেটটা অফ করল ঋমন।

.....

''আচ্ছা, ক্যাপ্টেন ভাই, আপনাদের এই অ্যাপ ক্যাব কোম্পানিগুলোর বর্ষার সময় কোলকাতার রাস্তায় চালানোর মত কোন বোট সারভিস নেই ? তাহলে বোট বুক করতাম! কি বলো অ্যানি ?" অ্যানির ডান হাতের তালুতে আঙুল বোলালো ঋমন।

ক্যাবচালক খোয়া-ওঠা পিচ রাস্তায় খুব কায়দা করে, কোন মতে এঞ্জিনটা চালু রেখে, জমা জল কেটে নৌকার মতই এগোনোর চেষ্টা করছে। বন্ধ করা জানলার কাচে কালো জলের ফোয়ারা।

''স্যার এরকম ক্রিটিক্যাল অবস্থায়ও আপনার মজা করতে ইচ্ছে হচ্ছে?'' হাল্কা ঘাড় ঘোরালেন চালক।

''স্যা.....র.....''

একটা গাছের শব্দ মড়মড় থেকে ঝপাস এবং তারপর ধাতব ক্যাচম্যাচে বদলে গেল। দুমড়ে ফেচকে যাওয়া গাড়িটা এবার সত্যি সত্যিই বোটের মত শেপ নিয়েছে। বৃষ্টির জল ধুয়ে দিচ্ছে গাড়ির ভেতরের অনিন্দিতা ও ঋতমন কে। পাল্টাচ্ছে রাস্তার জমা জলের রং। পেছনের সিটের গোঙানিটা আস্তে আস্তে মিউট হয়ে যাচ্ছে। .....।

COPYRIGHT @CHANDAN BISWAS